R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228 Regd. No.—WB/MSD—4

বিবাহ ও যে কোন শুভ অনুষ্ঠানে বাড়ী ভাড়া দেওয়া হয়। জল ও বিদ্যুতের বন্দোবস্ত আছে।
অনুসন্ধান করুন—
মঙ্গলদীপ
প্রযত্নে—রকমারী
(ফাঁসিতলা)
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত **শরৎচন্দ্র পণ্ডিত** (দাদাঠাকুর)

এপিকের গো-খাদ্য
সুপার হিমুলদানা
এবং মুরগী, মাছের খাদ্য বিক্রেতা
পুরুষোত্তম খাদ্য ভাণ্ডার
(ওয়েষ্ট বেঙ্গল ডেয়ারী পোলট্রি ডেভেলপমেণ্ট করপোরেশন লিঃ অনুমোদিত)
মিঞাপুর কালী মন্দিরের সম্মুখে
পোঃ ঘোড়শালা (মুর্শিদাবাদ)

৮১শ বর্ষ ২৫শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ৬ই কার্ত্তিক বুধবার, ১৪০১ সাল। ২৩শে নভেম্বর, ১৯৯৪ সাল। | নগদ মূল্য : ৫০ পয়সা বার্ষিক ২৫ টাকা

গোপন প্রেমের পরিণতিতে দুই পরিবারের দু'জন নৃশংসভাবে নিহত

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১৬ নভেম্বর রাত ১১টা নাগাদ সুতী থানার চাঁদামারী গ্রামের জয়চাঁদ দাস দেখতে পান তাঁর পাশের ঘর থেকে গ্রামের সমর দাস (২৫) নামে জনৈক যুবক বের হয়ে চলে যাচ্ছেন। সেই ঘরে তাঁর মেয়ে মঞ্জুবালা দাস (১৪) শুয়েছিলেন। দেখেই জয়চাঁদের মাথায় খুন চড়ে যায়। তিনি দৌড়ে গিয়ে সমরকে ধরে ফেলেন। পরে হাঁসুয়া দিয়ে এলোপাথারি আঘাত করলে ঘটনাস্থলে সমরের মৃত্যু হয়। পরে ঐ রাতেই হাঁসুয়া হাতে সমরের বাড়ী চড়াও হয়ে জয়চাঁদ সমরের মা সুনীতা দাস ও বোন আরতিকে হাঁসুয়ার কোপে সাঙ্ঘাতিকভাবে জখম করে ফিরে আসেন। রক্তাক্ত সুনাতা ও আরতিকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে সুনীতাকে আশংকাজনক অবস্থায় বহরমপুর পাঠানো হয়েছে। পরের দিন সমরের আত্মীয় ও বন্ধুরা জয়চাঁদের বাড়ী চড়াও (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রঃ)

গোষ্ঠী স্বার্থে প্রাইমারী স্কুলের গৃহ নির্মাণ বার বার বাধা পাচ্ছে

বিশেষ সংবাদদাতা : সাগরদীঘি থানার বোখারা ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের তেলাঙ্গল গ্রামের এক গোষ্ঠী চান না যে গ্রামের কয়েকজনের দান করা জমিতে প্রাইমারী স্কুলগৃহ নির্মিত হোক। তাঁদের স্বার্থরক্ষার্থে তাঁরা বার বার স্কুল গৃহ নির্মাণের ব্যাপারে স্কুলের নিজস্ব জায়গার উপর তাই বার বার মামলা করে গৃহ নির্মাণের কাজে বাধা সৃষ্টি করছেন। ৪ জন সদাশয় ব্যক্তি বিষ্ণুপদ মণ্ডল, কালীপদ মণ্ডল, শান্তিপদ মণ্ডল ও বিনয় মণ্ডল তাঁদের ব্যক্তিগত ১০৮৯ নং দাগের ১৮ শতক জায়গা স্কুলগৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে দান করেন। এই দানের জায়গায় এল ডাবলু এস গৃহ নির্মাণের উদ্যোগ নেন। জেলা স্কুল বোর্ড তার মেমো নং ৩৮১১ তাং ৪/১/৮৯ এ এল ডাবলু এসকে গৃহ নির্মাণের অনুমতিও দেন। (শেষ পঃ দ্রষ্টব্য)

গঙ্গা পদ্মার ভাঙন পরিদর্শনে সাবজেক্ট কমিটি

বিশেষ প্রতিবেদক : গত ২৭ ও ২৮ অক্টোবর পঃ বঃ বিধানসভার সেচ ও জলপথ সংক্রান্ত সাবজেক্ট কমিটি, বিধায়ক নির্মল দাসের নেতৃত্বে জলঙ্গী ও অন্যান্য স্থানের গঙ্গা পদ্মার ভাঙন দেখে গেলেন। সাবজেক্ট কমিটি জলঙ্গী বাজার, রামনাবাদ, সেখালিপুর অঞ্চলে ভাঙনের অবস্থা পরিদর্শন করার পর ভাঙনের ফলে উদ্ভূত সমস্যা নিয়ে জেলা পরিষদ সভাধিপতি, স্থানীয় বিধায়ক, পঞ্চায়েতের কর্তাব্যক্তি ও সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে বহরমপুর সার্কিট হাউসে এক আলোচনায় বসেন। আলোচনার পর স্থির হয় যে ভাঙনের ফলে ঐ সমস্ত এলাকায় যে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তা এখন এই জেলার সবচেয়ে বিশাল সমস্যা ও সে ব্যাপারে সেচ ও জলপথ বিভাগের সামান্য যে ক্ষমতা তার দ্বারা এই সমস্যার মোকাবিলা প্রায় কেন একরূপ অসম্ভব। তথাপি জেলা পরিষদ ও সেচ বিভাগ পরস্পরের সহযোগিতায় প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন অবস্থা সামাল দিতে। ঐ প্রসঙ্গে বলা হয় (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কংগ্রেস পঞ্চায়েত সদস্যার বাড়ী থেকে আগ্নেয়াস্ত্র, বোমা ও গুলি উদ্ধার

সাগরদীঘি : এই থানার হাজিপুর গ্রামের কংগ্রেসের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যা মহম্মুদা বিবির বাড়ী থেকে পুলিশ ১৭ নভেম্বর ১টি দেশী বন্দুক, ১টি মাস্কেট, ২টি বোমা ও কয়েকটি গুলি উদ্ধার করে। পুলিশের সংবাদ পেয়েই মহম্মুদা বিবি ও তাঁর স্বামী মুকুল সেখ গা ঢাকা দেয়। পুলিশ মহম্মুদার শ্বশুর তাজিরুদ্দিন সেখ ও দুই দেওরকে গ্রেপ্তার করে।

ভাগীরথী তীর ধরে রামনগর ফরাক্কা রাস্তা নদীগর্ভে

রঘুনাথগঞ্জ, মুস্তাক আলী : সুজাপুরের মিজলমাটি কবরস্থানসহ রঘুনাথগঞ্জ শহরের সঙ্গে যোগাযোগকারী একমাত্র রাস্তাটি, যা রামনগর ফরাক্কা রাস্তা বলে কথিত, ভাগীরথীর ভাঙনে গঙ্গাগর্ভে নেমে যাচ্ছে। ষোড়শ শতকে পীর সৈয়দ আবদুর রেজ্জাকশাহ কারবালা থেকে এক মুঠো মাটি এনে সুজাপুর মিজলমাটি কবরখানা স্থাপন করেন। তার পর থেকে মহরম মাসে দূর দূরান্তের গ্রাম থেকে ধর্মীয় শোভাযাত্রা এখানে মিলিত হয়ে আসছে। গত ২৩ অক্টোবর গভীর রাতে কবরস্থানের বেশ কিছু জমি নদীতে বসে যায়। এখন যে অবস্থা তাতে বাকীটুকুও যে কোন সময়ে বসে যাবার মুখে। অন্যদিকে নদী থেকে রাস্তার দূরত্বও সামান্য। স্থানে স্থানে ধস্ নেমেছে। ফলে সুজাপুর, চড়কা, দফরপুর প্রভৃতি বেশ কয়েকটি গ্রামের মানুষের শহরে আসার একমাত্র পথটিও ধ্বংস হতে চলেছে। দফরপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান আবদুল খালেক রাস্তাটি রক্ষার জন্য রঘুনাথগঞ্জ ১নং বি ডি ওকে আবেদন জানিয়েছেন বলে জানা যায়।

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৬ই অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৪০১ সাল।

ঘরপোড়া গরু ও সিঁদুরে মেঘ

'ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখিলে ভয় পায়' এই প্রবাদ বাক্যটি এই মুহূর্তে বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবীদের মানসে ছায়াপাত যে করিতেছে না তাহা নহে। তবুও বৃটিশ বাণিজ্য মিশনকে সকলেই প্রায় স্বাগত জানাইতেছেন। সম্প্রতি বৃটিশ বাণিজ্য মন্ত্রীর নেতৃত্বে বৃটেনের প্রথম সারির বণিককুলের 'কনকর্ডে' কলিকাতায় আগমনের উদ্দেশ্য পঃ বঙ্গের মাটিতে অবস্থান লইয়া ভারতে বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপনের তাঁহাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাইয়াছেন পঃ বঙ্গের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত মার্ক্সবাদী দলের প্রভাবশালী নেতা মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। যে দল ভারত সরকারের উদার বাণিজ্য নীতির বিরোধিতায় সোচ্চার, গ্যাটচুক্তির বিপক্ষে নিয়ত সংগ্রামরত, তাঁহারাই তাঁহাদের শাসিত রাজ্যের রাজধানীতে স্বাগত জানাইলেন বৃটিশ বণিককুলকে। বর্তমান পরিস্থিতিতে অবশ্য বিদেশী মূলধনকে স্বাগত জানানোর মধ্যে কোন অস্বাভাবিকতা নাই এবং ভারতের উন্নতির জন্য বিদেশী মূলধনের বিনিয়োগ অপ্রয়োজনীয়ও নহে। তথাপি বুদ্ধিজীবীরা যে চিন্তিত তাহার কারণ একটাই। সে কারণ তাহাদের স্মৃতিতে আজ জাগিতেছে সুতানটিতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নীরব আগমনের বিস্মৃতপ্রায় কাহিনী। সেইদিন বৃটিশ বণিককুলের একটি সংস্থা ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাণিজ্য সনদের জোরে সুতানটিতে বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপন করিয়াই ধীরে ধীরে রাজনীতির আকাশে আধিপত্য বিস্তার করিয়া বাংলার শাসন ক্ষমতা দখল করে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার লেখনীতে সেই কারণে সঠিকভাবে বর্ণনা করেন—'বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী রাজদণ্ডরূপে'। সেইদিনও কিন্তু সহজ সরল ভাবেই বৃটিশ বাণিজ্য তরী সুতানটির ঘাটে নোঙর করে। তাহার পর বাণিজ্য তরণীই রণতরীর রূপ ধরিয়া, বাণিজ্যের মসী অসি হইয়া এই দেশকে তাহাদের পদানত করিয়া দুইশত বৎসরের অধিককাল শাসন করিয়াছিল। বর্তমান উন্নত যুগে বাণিজ্য তরীর স্থলে উন্নত মান 'কনকর্ড' বিমান কলিকাতার বুকে অবতরণ করিলেও তাহা যে আবার বোমারু বিমানরূপে দেখা দিবে না বাণিজ্য চুক্তির ধারাগুলি শাসন চুক্তির ধারায় রূপান্তরিত হইবে না তাহা কি স্থিরভাবে বলা যাইতে পারে? স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনগুলির কথাও মনে জাগিতেছে। সেইদিন আমাদের শ্লোগান ছিল—বিদেশী বর্জন ও স্বদেশী গ্রহণ। পরবর্তীতে আরও এক ধাপ অগ্রসর হইয়া ভারতবাসী দাবী তোলে 'ইংরাজ ভারত ছাড়'। আবার সেই বৃটিশ শক্তিরই আর একরূপে আবির্ভাব স্বভাবতই তাই অনেককে আতঙ্কিত করিলে আশ্চর্য্যের কিছু নাই। তবে এই কথা অবশ্য চিন্তা করিতে হইবে সেই যুগ আর বর্তমান যুগ এক নহে। ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এখন পরস্পরের সহযোগিতার যুগ। সে কারণে যেমন অন্য দেশে আমাদের অর্থকে বিনিয়োগ করিয়া অর্থ-নৈতিক উন্নতির সুযোগ গ্রহণ করিতে হইবে, সেইরূপ অন্যকেও আমাদের দেশে অর্থ বিনিয়োগের সুযোগ দিতে হইবে। এই নীতির সার তথ্য বুঝিতে পারিয়াই মার্ক্সবাদের গোঁড়ামী ত্যাগ করিয়া মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বৃটিশ শিল্পপতিদের প্রতি বন্ধুত্বের হস্ত বাড়াইয়া তাঁহাদিগকে স্বাগত জানাইয়াছেন।

ফরাক্কা বাঁধ—একটি অভিশপ্ত নদী প্রকল্প!

কল্যাণকুমার পাল

অনেক আশা, অনেক স্বপ্ন আর রঙিন কল্পনা নিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তর দিকে গঙ্গা-নদীর উপর ফরাক্কায় দীর্ঘতম বাঁধ তৈরী হয়। কিন্তু বাঁধ তৈরীর সঙ্গে সঙ্গে এখানকার গ্রামগুলি ভয়াবহ গঙ্গাভাঙ্গনের কবলে পড়ি। গঙ্গাভাঙনে হাজার হাজার পরিবার ভিটে মাটি হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পথে আশ্রয় নেন। চীনের হোয়াং হো নদীর মতো 'গঙ্গা' মুর্শিদাবাদের 'দুঃখের নদী হয়ে উঠেছে।

পশ্চিমবঙ্গে খরা কিংবা বন্যার মতোই এই জেলার গঙ্গার ভাঙন একটা বার্ষিকী ঘটনা। ফরাক্কা বাঁধ তৈরীর আগে এখানকার গঙ্গা ভাঙন থাকলেও এতটা ভয়াবহ ছিল না। বাঁধ তৈরীর পরেই তা মারাত্মক আকার নিয়েছে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, এই বাঁধ প্রকল্পের পরিকল্পনার ত্রুটীর জন্যই গঙ্গার তীর ভেঙ্গে 'শান্তির নীড় ছোটো ছোটো গ্রামগুলি' গঙ্গা গর্ভে চলে যাচ্ছে। এর ফলে ফরাক্কার আশে পাশের নয়নসুখ, বেনিয়াগ্রাম, অর্জ্জুনপুর, হাজারপুর, আঁকুড়া, মহাদেবনগর প্রভৃতি গ্রামগুলি নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে বসেছে। এ ছাড়া ধুলিয়ান, অরঙ্গাবাদ, জলঙ্গী, ভগবানগোলা, আখেরীগঞ্জ প্রভৃতি জায়গার অবস্থাও তদ্রূপ। এই ভাবে চললে কিছুদিনের মধ্যেই মুর্শিদাবাদ জেলার বিস্তৃত অঞ্চল ধ্বংস হয়ে যাবে বলে আশংকা করা হচ্ছে।

মুর্শিদাবাদ আমের জন্য বিখ্যাত। মুর্শিদাবাদের লিচু এ বছর বিদেশেও পাড়ি দিয়েছে। কিন্তু দুঃখের কথা ভালো আম এবং লিচুর বাগানগুলি গঙ্গা-ভাঙনের কবলে পড়ে হারিয়ে যেতে বসেছে। এই জেলার বিশেষ কুটীর শিল্প বিড়ি। বিড়ি থেকে সরকার কোটি কোটি টাকা শুল্ক হিসাবে পান। অথচ এ জেলাকে বাঁচাবার তেমন কোন প্রয়াস সরকারের নেই। বিড়ি শিল্পের পরে মৃৎ-শিল্পের স্থান। নয়নসুখ, আঁকুড়া, ছাবঘাটী, মহাদেবনগর প্রভৃতি গ্রামের অধিবাসীদের প্রধান জীবিকা মৃৎ-শিল্প। এই সব গ্রামের ইট, টালি, মাটির হাঁড়ি-কলসী প্রভৃতি জেলার বাইরেও প্রচুর চাহিদা। কিন্তু গঙ্গার অভিশাপে এদের জীবনেও কালো ছায়া নেমে এসেছে।

অথচ এ রকম হওয়ার কথা ছিল না। এই প্রকল্পটির উদ্দেশ্য ছিল—১) ভাগীরথী ও হুগলী নদীর নাব্যতা বাড়ানো, ২) কলকাতা বন্দরকে বাঁচানো, ৩) উত্তরবঙ্গের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন, ৪) হলদিয়া থেকে এলাহাবাদ পর্যন্ত জলপথে পরিবহন উপযোগী করা ইত্যাদি। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের কথা আজ প্রকল্পের সফলতা বিচার করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে উত্তরবঙ্গের সঙ্গে যোগাযোগ ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্যই সফল হয় নি। ভাগীরথী নদীর নাব্যতা বাড়ানো দূরে থাক—আজ বিভিন্ন জায়গায় চড়া পড়ে নূতন করে সঙ্কট দেখা দিয়েছে। কলকাতা বন্দরকে বাঁচাতে হলে ৪০ হাজার কিউসেক জল দরকার। কিন্তু তা সব সময় পাওয়া যাচ্ছে না। এর ফলে বন্দর বাঁচছে না। উপরন্তু গ্রামগুলি মরছে। প্রকল্পের ভুল পরিকল্পনার জন্য নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হয়েছে। এর ফলে মুর্শিদাবাদের গ্রামগুলি সহজেই গঙ্গাবক্ষে চলে যাচ্ছে আর বাড়ছে মানুষের দুর্গতি।

কিন্তু কর্তৃপক্ষের তাতে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। এখানকার মানুষ তাই বেঁচে থাকার তাগিদে বারে বারে গর্জে উঠেছে—সংগ্রামকেই তারা হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছে, গড়ে তুলেছে 'গঙ্গা ভাঙন প্রতিরোধ কমিটি'। আর এই বেঁচে থাকার সংগ্রামে তাদের সঙ্গে সামিল হয়েছে অন্দর মহলের মা বোনেরাও। মিছিলে, বিক্ষোভ সমাবেশে পুরুষদের সঙ্গে গ্রামের লজ্জাশীলা মহিলারাও বিনা সংকোচে এগিয়ে এসেছেন। কিন্তু দুঃখ ঘোচে নি। বিচ্ছিন্নভাবে কোথাও কোথাও গঙ্গা ভাঙন প্রতিরোধের জন্য মোটা পাথর দিয়ে গঙ্গার পার বেঁধে দিলেও সামগ্রিকভাবে তেমন কোন ব্যবস্থা চোখে পড়ে না। তাই গঙ্গার ছলাৎ ছলাৎ শব্দে ভেসে আসছে মানুষের দীর্ঘশ্বাস আর হাহাকারের কান্না।

মন্দির-মসজিদ বিতর্ক এবং সুপ্রিম কোর্টের রায়

অনুপ ঘোষাল

শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্ট জানালেন, অযোধ্যা বিতর্ক মীমাংসার দায় আদালতের নয়। অর্থাৎ বিতর্কিত স্থানে মসজিদের পূর্বে মন্দির ছিল কিনা সেটা ঐতিহাসিক বা গবেষকদের স্থির করতে হবে। বিচারকের কলমের এক খোঁচায় মসজিদ মন্দির হবে না, মন্দিরও মসজিদও নয়।

সুপ্রিম কোর্টের এই রায় আর একবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, রাজনীতিকরা কীভাবে নিজের কোর্টের বল অন্যের কোর্টে ফেলে দিয়ে গা বাঁচাবার চেষ্টা করেন। সুপ্রিম কোর্টের বিচারকমন্ডলী এই রায় দানের আগে দীর্ঘ সময় নিয়ে এমন একটা বাতাবরণ তৈরী করেছিলেন, মনে হচ্ছিল, সব সমাধান হবে আদালতের রায়েই। এবং সেই রায়ের জন্য সকল পক্ষই আশায় এবং চরম আশংকায় দিন গুণছিলেন। শেষ পর্যন্ত দেশের সর্বোচ্চ আদালত বিচক্ষণতার পরিচয় রাখতে পেরেছেন। যে সমস্যা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক, তা সমাধানের দায় আদালতের ওপর বর্তায় না। যে কোন সমস্যাকেই আদালতের আঙিনায় ঠেলে দেয়ার এক প্রবণতা অধুনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যা কালহরণ ওরফে চাতুরিরই নামান্তর। সরকার এবং রাজনীতিকরা অযোধ্যা বিতর্কের মত গভীর সমস্যার পথ নিজেরা বের করতে না পেরে আইনের ছত্রছায়ায় জিরোতে চেয়েছিলেন। সুপ্রিম কোর্ট তা হতে দিলেন না। সমস্যাটি সমাধানের দায় অতঃপর বর্তাল যুযুধান গোষ্ঠীদ্বয় এবং সরকারের ওপরেই।

বলা বাহুল্য, এক মধ্যযুগীয় সমস্যার সৃষ্টি করে দেশের অন্যান্য জ্বলন্ত সমস্যাদি থেকে নজর সরিয়ে আনার জন্য এ এক সুপরিকল্পিত চক্রান্ত! এই রায়ের পর জনগণকে সেটা অনুধাবন করতে হবে। মন্দির-মসজিদে দেশের কিছু যায় আসে না, এই সোজা কথাটা মানুষ যেদিন বুঝতে পারবে সেদিন হানাহানির প্রয়োজন হবে না, কোর্টকাছারিতেও ছুটতে হবে না। দেশের লক্ষ্য হোক এগিয়ে যাওয়া। মন্দির-মসজিদ লড়াই তো আমাদের পিছিয়ে দিচ্ছে। সর্বোচ্চ আদালত প্রকারান্তরে দেশের জনগণকে সেই কথাটাই বুঝিয়ে দিলেন।

অনেকে বলছেন, বিতর্কিত এলাকার মধ্যেই একটি মসজিদ এবং একটি মন্দির সরকারি উদ্যোগে গড়ে তুলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নজির সৃষ্টি করা হোক। আমার মনে হয় শত মন্দির, শত মসজিদ গড়েও মূল সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। তার জন্য প্রয়োজন, দেশবাসীর মানসিকতার আমূল পরিবর্তন। দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতা এবং সহনশীলতাই সেই পরিবর্তন আনতে পারে, অন্য কিছু নয়।

সেই প্রসারিত মানসিকতায় কেউই হয়ত মসজিদের জন্য জিদ করবেন না, মন্দিরের জন্য গোঁ ধরে বসে থাকবেন না। বিতর্কিত জায়গায় হয়ত গড়ে উঠবে বিশাল হাসপাতাল কিংবা সব ধর্মের অসহায় শিশুদের জন্য অনাথ আশ্রম। এবং তার ফলে ঈশ্বর আরাধনার চেয়ে অনেক বড় কাজ হবে। দেশের মানুষ এক হয়ে তেমন চাইবেন কবে?

অহমিকা

সাধন দাস

রামকৃষ্ণদেব বলেছেন—জমির উপর দাঁড়িয়ে থাকলে মনে হয়—এটা আমার জমি, ওটা তোমার জমি। কিন্তু জমি থেকে ক্রমশঃ উপরে উঠে গেলে জমির আলগুলো একসময় মুছে যায়, তখন আর আলাদা করে 'আমার' জমিটাকে চেনা যায় না। আমার তোমার সব একাকার হয়ে যায়। আমাদের অহংবোধ কতখানি, তা নির্ভর করবে আমরা বস্তুজগতের এই জমি থেকে কতোখান উপরে রয়েছ তার উপর।

আমিত্বের এই উগ্র প্রকাশ যে কতখানি অন্তঃসারশূন্য, তা মাঝে মাঝে উপলব্ধ হয়—যখন আমাদের কোন প্রিয়জন হঠাৎ এই ইহলোক ছেড়ে চলে যান। কিন্তু এই ভাবান্তর বেশিদিন থাকে না। আবার আমরা গতানুগতিক অহমিকার জোয়ারে গা ভাসিয়ে দিই। আমাদের মনের খুব একটা মজবুত পাখা নেই, যাতে ভর দিয়ে আমরা এই বস্তুজগতের জমি থেকে অন্ততঃ খানিকটা উপরে উঠতে পারি। আমাদের নিম্নমুখী শকুন-চোখ, ভাগাড়ের মড়া ছাড়া অন্য কোনদিকে দৃষ্টি নেই। আমরা গীতা, বাইবেল, বেদ, কোরাণ যতই পড়ি না কেন, মর্ত্যমাটির মায়া কিছুতেই ভুলতে পারি না।

বর্তমান সমাজে আমরা প্রত্যেকেই বিচ্ছিন্ন ও স্বার্থসংকীর্ণ। প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার মনোবৃত্তি। আর এই মনোবৃত্তি থেকে আত্মকেন্দ্রিকতা, আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে জন্ম নিচ্ছে অহমিকা। রূপের অহমিকা, বিদ্যার অহমিকা আর ধর্মের অহমিকা। কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে—রূপের সঙ্গে অহমিকা মিশে থাকলে তাকে রূপসী বলতে বাধে। বিদ্যার সঙ্গে অহংকার মিশে থাকলে তাকেও প্রকৃত বিদ্বান বলা কঠিন। কেননা অবিদ্যাকে (জড় পৃথিবী) উত্তীর্ণ হয়েই বিদ্যা (আত্মবোধ) অর্জন করতে হয়। ধর্মের ক্ষেত্রেও যদি কেও বলে—আমার ধর্মই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম, তাহলে তাকেও প্রকৃত ধার্মিক বলা যাবে না। ধর্ম নামক প্রাসাদের খিড়কি দ্বারে তার অবস্থান!

আমরা কেউই আমাদের ভেতরের আমি-টার স্বরূপ জানি না। কোন্ আদিকাল হতে জীবনের স্রোতে আমিত্বের এই প্রবাহ বয়ে চলেছে, তা আমাদের বোধের বাইরে। নিজেকে পূর্ণরূপে জানি না বলেই, আমরা নিজেকে নিয়ে অমন বড়াই করতে পারি। তাই উপনিষদও বলেছে—অন্যকে জানার আগে 'নিজেকে' জানো। আগে 'আমি'র গা থেকে মোহ আবরণ খুলে ফেলো, তখন দেখবে সর্বভূতের মধ্যে তোমার অস্তিত্ব আবার তোমার মধ্যেও সর্বভূতের অস্তিত্ব!

দেহের খাঁচায় বন্দী এই অচিন পাখিটাকে আমরা কোনদিন চিনতে চাই না বলেই তাকে নিয়ে আমাদের এত বাড়াবাড়ি। রাস্তায় ঘাটে, অফিসে-আদালতে, ট্রেনে-বাসে, সভা-সমিতিতে কেবল এই আমিত্বের উগ্র বিজ্ঞাপন! সবাই বলে—আমাকে দ্যাখো। কেন না, আমি ছাড়া আজ আর আমাদের গর্ব করার মতো কিছুই নেই। বিশ্বসংসার থেকে পিছু হঠতে হঠতে স্বার্থান্ধ মানুষের পিঠ ঠেকেছে আমিত্বের দেওয়ালে। এত অল্প পুঁজি আমাদের! আর "অল্প লইয়া থাকি তাই মোর যাহা যায়, তাহা যায়/কণাটুকু যদি হারায় তা লয়ে প্রাণ করে হায় হায়।" কিন্তু "যাহা যায় আর যাহা কিছু থাকে/সব যদি দিই সঁপিয়া তোমাকে/তবে নাহি ক্ষয় সবই জেগে রয়/তব মহামহিমায়।'

যেদিন আমরা আমাদের 'আমি'কে যথার্থরূপে চিনতে পারবো, সেদিন আর আমাদের মিথ্যা অহমিকা থাকবে না। রামকৃষ্ণদেবই বলেছেন—"শূন্য কলসী বড় বেশি শব্দ করে, পূর্ণ কলসীর কোনো শব্দ নেই।"

প্রতিবন্ধীদের সাহায্যে

মির্জাপুর ঃ সম্প্রতি ভারত সরকারের শ্রম-মন্ত্রকের ভোকেশানাল বিহ্যাবিলিটেশন ফর হ্যান্ডিক্রাফট বিভাগের সহযোগিতায় এবং স্থানীয় নবভারত স্পোর্টিং ক্লাবের পরিচালনায় প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসনের জন্য ২ দিনের একটি শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরে প্রতিবন্ধীদের ভারত সরকারের প্রমাণপত্র দেওয়া হয়। মহকুমার প্রায় ৫০০ প্রতিবন্ধী এই শিবিরে যোগ দেন।

সৌর চুল্লি স্থাপন করলেন তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র

নবারুণ : ফরাক্কা সুপার থারমাল পাওয়ার প্রোজেক্ট (এন টি পি সি) ৯ হাজার লিটার জল গরম করার ক্ষমতাসম্পন্ন বৃহৎ সৌর চুল্লি স্থাপন করলেন তাঁদের ক্যান্টিন ও গেষ্ট হাউসগুলিতে। এর ফলে সমগ্র মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রায় ২৫ হাজার ইউনিট বিদ্যুৎ খরচ বাঁচানো সম্ভব হবে বলে তাপবিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ মনে করেন। জানা যায় দিনের বেলায় ৭০° সেঃ জল গরম করা সম্ভব হবে এই চুল্লির দ্বারা। অন্য দিকে সৌর চুল্লি মারফৎ জল গরম করার ব্যবস্থায় খরচও কম পড়বে। ১৬০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন এই চুল্লিগুলি গঙ্গাভবনে ১ হাজার লিটার, ট্রানজিট ক্যাম্পে ৩ হাজার লিটার, এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ বিলডিং এর ক্যান্টিনে ১ হাজার লিটার এবং মেনপ্ল্যাট ক্যান্টিনে ৪ হাজার লিটার জল গরম করার কাজে বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে বলে জানা যায়। আরও জানা যায় এই গরম জল রান্নার ও বাসনপত্র পরিষ্কার করার কাজে ব্যবহার করা যাবে। এবং এ সব কাজে সময় লাগবে কম ও পরিবেশও দূষণ হবে না।

অপূর্ব্ব ঘোষ স্মৃতি ফুটবল প্রতিযোগিতা

রঘুনাথগঞ্জ : গত ১৬ নভেম্বর এক মনোরম বর্ণময় সমাপ্তি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শেষ হ'ল অফিস ফুটবল লীগ স্থানীয় এস-ডি-ও কোর্ট মাঠে। ফাইনাল খেলায় অংশ গ্রহণ করে সিভিল ও ক্রিমিনাল কোর্ট রিক্রিয়েসন ক্লাব এবং জঙ্গিপুর মহকুমা এগ্রিকালচারাল রিক্রিয়েসন ক্লাব। সিভিল ও ক্রিমিনাল রিক্রিয়েসন ক্লাব ৩—০ গোলে জয়লাভ করে অপূর্ব ঘোষ স্মৃতি কাপ লাভ করে। এই প্রতিযোগিতায় বারটি স্থানীয় অফিস টিম লীগ কাম নক আউট প্রথায় অংশ নেয়। এস ডি ও অফিস রিক্রিয়েসন ক্লাব এই প্রতিযোগিতাটি সর্বাঙ্গ সুন্দরভাবে পরিচালনা করে স্থানীয় ক্রীড়ামোদী মানুষের প্রশংসা অর্জন করে। অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথি ছিলেন যথাক্রমে মহকুমা শাসক এম এন প্রধান এবং সহকারী জেলা ও দায়রা বিচারক কে সি রায়।

বার বার বাধা পাচ্ছে (১ম পৃষ্ঠার পর)

কিন্তু সেই সময়েই অপর গোষ্ঠী জনৈকা বিলাসিনীবালাকে দিয়ে ঐ জায়গার উপর একটি মামলা দায়ের করান ও ইনজাংশন প্রাপ্ত হন। ফলে এল ডাবলু এস সরে আসতে বাধ্য হন। ঐ মামলায় বিলাসিনীর হার হয়। ও পরবর্তীতে স্কুল বোর্ড অপারেশন ব্ল্যাক বোর্ড স্কীমে গৃহ নির্মাণের জন্য ৭২ হাজার টাকা মঞ্জুর করেন। কিন্তু অপর পক্ষ চুপ করে বসে না থেকে আবার বিলাসিনীর আর এক ভগ্নীকে দিয়ে পুনরায় একটি স্বত্বের মামলা দায়ের করলে স্কুল বোর্ড মঞ্জুরী করা টাকা ফিরিয়ে নিয়ে অন্য স্কুলকে দেন। পরে অবশ্য এই মামলাতেও বাদী পক্ষের হার হয়। তাতেও নিরুৎসাহ না হয়ে ২নং দাতা কালিপদ মণ্ডলের এক পুত্র মহাদেব মণ্ডল আর একটি মামলা দায়ের করেন যাতে দাবী করা হয় তাঁর পিতা কোন কালেই ওই স্কুলকে কোন জায়গা দান করেন নি। ইনজাংশনও প্রাপ্ত হন। পরে অবশ্য মহাদেব এই মামলা প্রত্যাহার করে নেন। জেলা স্কুল বোর্ড এবার বেনিফিসারি কমিটি তৈরী করে আবার ৫৮,৫০০ টাকা মঞ্জুর করলে স্কুল গৃহ নির্মাণের জন্য মালমসলা ক্রয় করে নির্দিষ্ট স্থানে রাখা হয়। কিন্তু অপর পক্ষ পুনরায় আর একটি স্বত্বের মামলা করেছেন এবং ইনজাংশনও পেয়েছেন বলে জানা যায়। এর ফলে এবারেও স্কুল গৃহ নির্মিত হতে পারছে না। এবং কেনা মালমসলা নষ্ট হতে বসেছে। স্কুল কমিটি অভিযোগ জানান তাঁরা সরকারী ঐ সব মালমসলা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পুলিশী সাহায্য চেয়েও পাচ্ছেন না। গ্রামের প্রায় সমস্ত মানুষ (ঐ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা ছাড়া) সকলেই চাইছেন স্কুল গৃহটি স্কুলের নিজস্ব জায়গায় নির্মিত হোক। বিষয়টি আদালতের এক্তিয়ারে এসে যাওয়ায় কোন মন্তব্য কেউ করতে পারছেন না, তবে জট তাড়াতাড়ি খুলুক এটা সবাই চান।

গোপন প্রেমের পরিণতি (১ম পৃষ্ঠার পর)

হয়ে লুটপাঠ করে ও জয়চাঁদের স্ত্রীকে আহত করে। পরে জয়চাঁদের অণ্ডকোষ কেটে নিয়ে রক্তাক্ত জয়চাঁদের পায়ে দড়ি বেঁধে সমস্ত গ্রাম ঘুরিয়ে পরে জয়চাঁদের মৃতদেহ তাঁর বাড়ীর পাশে ফেলে রেখে যায়। জয়চাঁদের স্ত্রী আহত অবস্থায় মেয়ে ও ছোট একটি ছেলেকে নিয়ে পাশের গ্রাম সাদিকপুরে এক আত্মীয়ের বাড়ীতে আশ্রয় নেন। সুতী থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে আসার আগেই দুষ্কৃতিরা গা ঢাকা দেয়। বর্তমানে গ্রামে কোন পুরুষ নাই। কেউ ধরাও পড়ে নি। গ্রামের অবস্থা থমথমে। পুলিশের সন্দেহ জয়চাঁদের মেয়ের সঙ্গে সমরের গোপন একটা যোগাযোগ ছিল এবং জয়চাঁদের স্ত্রী তা জেনেও ব্যাপারটি স্বামীর কাছে গোপন রাখেন।

সাবজেক্ট কমিটী (১ম পৃষ্ঠার পর)

বাংলাদেশ ভাঙনরোধে তাদের পাড়ে সর্বাত্মক প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হওয়ায় নদী সে পাড়ে বাধা পেয়ে পঃ বঙ্গে ভয়াবহ ভাঙন সৃষ্টি করে চলেছে। ফলে এ পারের ভাঙন জাতীয় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ সমস্যার মুখোমুখি হতে হলে সে কারণে কেন্দ্রীয় সরকারকেই এগিয়ে আসতে হবে। ভাঙন ভীষণ আকার ধারণ করায় সীমান্ত অঞ্চলের রাস্তাঘাটও ভাঙনের কবলে পড়ে সীমান্ত রক্ষা ব্যবস্থাও বানচাল করে দিতে চলেছে। এই মুহূর্তে ভাঙন রোধের ব্যবস্থা না নিতে পারলে সীমান্ত অঞ্চলের রক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে বিপর্যয় ঘটাতে পারে। এই সাবজেক্ট কমিটি সে কারণেই সিদ্ধান্ত নেন প্রয়োজনীয় টেকনোলজি ও বৈজ্ঞানিক চিন্তা নিয়ে স্বল্প ও দীর্ঘ-মেয়াদী ব্যবস্থা নিতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায়। পদ্মা-গঙ্গার ভাঙন রোধের পরিকল্পনার ব্যয়ভার সাবজেক্ট কমিটির মতে এত বিশাল অঙ্কের যে সেচ ও জলপথ বিভাগ একা তার মোকাবিলা করতে কোন প্রকারেই সমর্থ নন। কেন্দ্রীয় সরকারই একমাত্র সেই ব্যয়ভার বহন করতে পারেন। তাঁরা আরোও মনে করেন যে এ ব্যাপারে জহর রোজগার যোজনা বা জাতীয় বিপর্যয় রোধের যোজনার মত বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি জেলা পরিষদের মাধ্যমে গড়ে তোলা হোক।

বাঘড়া নন্দী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ॥ গনকর

ফোন নং : গনকর ২২৯

আর কোথাও না গিয়ে আমাদের এখানে অফুরন্ত সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা ষ্টিচ করার জন্য তসর থান, কোরিয়াল, জামদানি জোড়, পাঞ্জাবির কাপড়, মুর্শিদাবাদ পিওর সিল্কের প্রিণ্টেড শাড়ির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।